যুব প্রবণতা

এপ্রিল ২০২৬

আমার জাতির অশ্রুকে আশায় এবং বেদনাকে নিরাময়ে পরিণত করতে, আপনার প্রয়োজন...

তৃষ্ণা

মুখপাত্র

যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র নামে আমার প্রিয় তরুণ হৃদয়গুলোকে পুনরুত্থান দিবসের শুভেচ্ছা!

তরুণ-তরুণী হিসেবে, তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত পাত্র। প্রতিদিন আমি প্রভুতে আনন্দিত হই, যখন দেখি ঈশ্বর কীভাবে তোমাদের ব্যবহার করছেন। আগামী দিনগুলোতে, ঈশ্বর তোমাদের আরও শক্তিশালী করতে, ক্ষমতায়ন করতে এবং প্রবলভাবে ব্যবহার করতে চান।

কেন? কারণ যীশুকে না জানা বহু যুবক-যুবতী যন্ত্রণায় ও অশ্রুতে কাতর হয়ে বসে ভাবছে: "আমি কি জীবনে কখনো মুক্তি পাব? পাপের সঙ্গে এই যুদ্ধ কি কখনো শেষ হবে?"

একই সাথে, এমন অনেক খ্রিষ্টান যুবক-যুবতীও আছেন যারা যীশুর বিষয়ে জানেন কিন্তু কখনও প্রকৃত পরিত্রাণ লাভ করেননি। তারা কেবল নামমাত্র খ্রিষ্টান হিসেবে জীবনযাপন করে থাকে। সংগ্রাম, বিভ্রান্তি এবং গোপন লড়াইয়ের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে।

এমন একটি প্রজন্মের সন্ধানে কে যাবে?

বাইবেলে আমরা একই রকম একটি ঘটনা দেখতে পাই। সামারিয়া শুখর শহরে, এক নারী ব্যর্থতা, হতাশা, পাপের যন্ত্রণা এবং নীরব অশ্রু বয়ে নিয়ে যাকোবের কূপের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু যীশু ইচ্ছাকৃতভাবে সেই একটি আত্মার খোঁজ করেছিলেন। তিনি তার চোখের জল মুছে দিয়েছিলেন, তার যন্ত্রণাকে রূপান্তরিত করেছিলেন, তাকে পাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর বাক্যের জীবন্ত জল দিয়ে তার আধ্যাত্মিকভাবে শুষ্ক হৃদয়ে জীবন সঞ্চার করেছিলেন।

আজও বহু যুবক-যুবতী সেই একই তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাপ ও বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য মরিয়া হয়ে খুঁজছে। তোমাদের অবশ্যই প্রবল আবেগের সাথে জেগে উঠতে হবে এবং নিজেদের জীবনের মাধ্যমে তাদের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে হবে। প্রজ্বলনকারীরা-যারা ঈশ্বরের শক্তি ও দান লাভ করেছেন.

- **যখন আপনি প্রার্থনা করবেন, ঈশ্বর এই তরুণ-তরুণীদের বেঁধে রাখা পাপের শৃঙ্খল ভেঙে দেবেন।**
- **যখন তুমি প্রার্থনা করো, ঈশ্বর অসুস্থতার দুর্গগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন।**
- **যখন তুমি প্রার্থনা করো, তখন অশুচি আত্মাদের সেইসব কাজ ধ্বংস হয়ে যাবে, যা যুবকদের প্রতারণার মধ্যে রাখে।**

আপনার প্রার্থনা প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারে। আপনার প্রার্থনা সত্যিকারের মুক্তি এনে দিতে পারে। তাই প্রভুতে এবং তাঁর পরাক্রমের শক্তিতে বলবান হোন। নির্ভীক বিশ্বাসে এগিয়ে যান এবং কাজ করুন!

ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনার সাথে থাকুক।

তোমার ভাই,
Nathan CL.

বাইবেল অন্বেষণ!

হে তরুণ বিশ্ব-পরিবর্তনকারীগণ! আমরা বিশ্বাস করি, বাইবেলের প্রেক্ষাপট বুঝতে পারলে তোমাদের পাঠ আরও অনেক বেশি অর্থবহ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই মাসে, চলো যিহোশূয়, বিচারকগণ এবং রূতের পেছনের কাহিনীর গভীরে ঢুকি।

যিহোশূয়

১. মোশির মৃত্যুর পর, যিহোশূয় সাহসের সাথে ইস্রায়েলীয়দের প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন।

২. ঈশ্বর তাকে আদেশ করেন, "শক্তিশালী ও সাহসী হও," এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে পরিচালনা করেন।

৩. ইস্রায়েলীয়রা জর্ডন নদী পার হয়ে কনান দেশ অধিকার করতে শুরু করে।

৪. মুক্তির অতীত এক মুহূর্তে যেরিকোর প্রাচীর ধসে পড়ে—মানুষের শক্তিতে নয়, বরং ঈশ্বরের ব্যতিক্রমী নির্দেশনার প্রতি চরম আনুগত্যের ফলে।

৫. যিহোশূয় লোকদের স্মরণ করিয়ে দেন: এই বিজয় আমাদের নয়, এটি ঈশ্বরের।

বিচারকগণ

এটা এমন এক চক্র যা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

ইস্রায়েলিরা ঈশ্বরকে ভুলে যায়... পাপে পতিত হয়... তার পরিণতির সম্মুখীন হয়... আর্তনাদ করে... এবং ঈশ্বর তাদের উদ্ধারের জন্য একজন বিচারক নিযুক্ত করেন। কিছু সময়ের জন্য শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু তারপর তারা আবার পতিত হয়। এটি ব্যর্থতা ও করুণার এক পুনরাবৃত্তিমূলক চক্র।

প্রধান নেতারা: দেবোরা, শিমশোন, গিদিওন।

রূত

রূত, একজন বিধবা মোয়াবীয় নারী, শুধু তার শাশুড়ি নাওমীর প্রতিই নয়, বরং নাওমীর ঈশ্বরের প্রতিও অনুগত থাকার এক সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার পরিচিত সবকিছু ছেড়ে বেথলেহেমে পা রাখেন এবং বেঁচে থাকার জন্য বিনয়ের সাথে মাঠে কাজ করতে শুরু করেন। সেখানে তার বোয়াজের সাথে দেখা হয়, যিনি তার মুক্তিদাতা হন। কিন্তু গল্পের মোড় এখানেই:

রূথ রাজা দাউদের প্রমাতামহী হন... এবং স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টের বংশধারার অংশ হন!

তার গল্পটি এটাই প্রমাণ করে: এমনকি শান্ত, সাধারণ মুহূর্তগুলোতেও ঈশ্বর নেপথ্যে কাজ করে চলেন।

এটাই মনে রাখবেন

যিহোশূয়, বিচারকগণ এবং রূতের বিবরণ বিশ্বাস সম্বন্ধে তিনটি প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে:

বিশ্বাস রাখতে সাহস লাগে

২. ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেলে বিশৃঙ্খলা ও সংগ্রাম নেমে আসে।

৩. বিশ্বাস সর্বদা মুক্তির দিকে পরিচালিত করে।

এমনকি যখন আমরা ভুল করি, তখনও যদি আমরা ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার সিদ্ধান্ত নিই, তিনি আমাদের মাধ্যমে এবং আমাদের মধ্যে তাঁর পরিকল্পনা চালিয়ে যান।

রূথের একটিমাত্র বিশ্বস্ত সিদ্ধান্তের কারণে, ঈশ্বর এমন এক উত্তরাধিকার প্রস্তুত করেছিলেন যা রাজা দাউদ এবং পরিশেষে আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্টের জন্ম দেয়। আপনার গল্পটি হয়তো ছোট মনে হতে পারে... কিন্তু ঈশ্বরের হাতে তা অনন্তকালকে রূপ দিতে পারে।

ভাগ্য নয়। শুধু যীশু!

তামিলনাড়ুর দক্ষিণাঞ্চলের তেনকাসিতে এক চিকিৎসক পরিবারে জন্ম নেওয়া আরউইন জোয়াশ নিজে একজন ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়েছিলেন। কিন্তু জীবন তাঁর পথে অপ্রত্যাশিত বাধা নিয়ে আসে। স্মৃতিভ্রংশ এবং খিঁচুনির সাথে লড়াই করেও তিনি রাজ্য বোর্ড পদ্ধতিতে পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রথম প্রচেষ্টাতেই নিট (NEET) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আজ তিনি ডাক্তার হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। চলুন তাঁর নিজের মুখেই তাঁর গল্প শোনা যাক।

আপনি কি আপনার পরিবার ও শৈশব সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন?

আমি তেনকাসিতে ডঃ মেশাক পিটার এবং ডঃ শীবা ম্যাগডালিনের ঘরে জন্মগ্রহণ করি। আমার বাবা-মা দুজনেই ডাক্তার, এবং আমার বড় বোন বর্তমানে এমবিবিএস-এর শেষ বর্ষে পড়ছে। একটি খ্রিস্টান পরিবারে বেড়ে ওঠার কারণে, খুব অল্প বয়স থেকেই আমার যিশুর সাথে পরিচয় হয়। আমি কখনও গির্জায় যাওয়া বাদ দিতাম না, নিয়মিত বাইবেল পড়তাম এবং এমনকি বাইবেল কুইজে পুরস্কারও জিতেছি। আমি একটি খ্রীস্টান পরিবারে বড় হয়েছি।

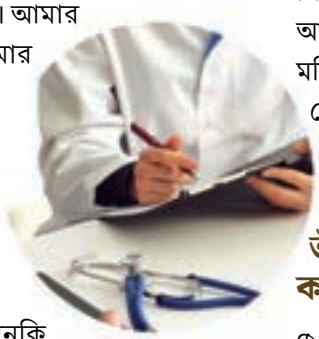

শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক পরিবেশ। শৈশব থেকেই ঈশ্বর আমাকে গান গাওয়া এবং কি-বোর্ড ও গিটারের মতো বাদ্যযন্ত্র বাজানোর প্রতিভা দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। আমার বাবা-মা আমাকে ঈশ্বরের মহিমার জন্য এই প্রতিভাগুলো ব্যবহার করতে পথ দেখিয়েছেন।

তাহলে, যীশুর প্রতি আপনার নিশ্চয়ই গভীর ভালোবাসা ছিল এবং আপনি তাঁর জন্য নিষ্ঠার সাথে জীবনযাপন করতেন, তাই না?

ঠিক তা নয়। আমি বাবা-মায়ের শাসনের কারণেই সবকিছু মেনে চলতাম, ঈশ্বরের সাথে কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে নয়। যদিও আমি নিয়মিত গির্জায় যেতাম, তাঁর সাথে আমার কোনো প্রকৃত সংযোগ ছিল না। যেহেতু আমি বেশ ভদ্র জীবনযাপন করতাম- যেমন পার্টি করতাম না, খারাপ সঙ্গের সাথে মিশিনি- তাই আমি নিজেকে একজন "ভালো খ্রীস্টান" বলে পরিচয় দিতাম। কিন্তু পরিত্রাণের প্রকৃত অর্থ কী,তা আমি বুঝতামই না।

কোভিডের সময়ে, 'এসো আমরা প্রার্থনা করি' কর্মসূচির মাধ্যমে আমি মোহন

আঙ্কেলের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে পরিত্রাণ সকলেরই প্রয়োজন।

আমাদের সকল সেরা কৃতী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন।

তখনই আমি ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টকে অনুভব করি, অনুতপ্ত হই এবং যীশুকে আমার নিজের ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি। কেবল এর পরেই আমি সত্যিকার অর্থে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে ও বাইবেল পড়তে শুরু করি।

এটা তো দারুণ! এবার আপনার পড়াশোনা সম্পর্কে বলুন।

ঈশ্বরের কৃপায়, আমি স্কুলে সবসময় একজন সেরা ছাত্র ছিলাম। দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার পর আমি বায়ো-কম্পিউটার বিভাগ বেছে নিই, কারণ আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে স্কুলের পরীক্ষা এবং নিট (NEET)-এর প্রস্তুতি একসাথে সামলানো অত্যন্ত কঠিন ছিল। কীভাবে সময় পরিচালনা করব, কতটা পড়াশোনা করব, কোনটাকে অগ্রাধিকার দেব-এইসব নিয়ে আমি সারাক্ষণ দ্বিধায় থাকতাম।

তার উপর, আমি বিষাদে ভুগছিলাম এবং আমাকে প্রতিদিন ওষুধ খেতে হতো। এতে আমার খুব ঘুম পেত, এবং আমি বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারতাম না। আমি এ নিয়ে প্রার্থনা করেছিলাম, এবং ঈশ্বরের কৃপায়, দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিই। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে, আমার আরেকটি বড় সমস্যা ছিল-দুর্বল স্মৃতিশক্তি। তথ্য, নাম এবং সংখ্যা মুখস্থ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। বারবার চর্চা করার পরেও আমি অনেক কিছু ভুলে যেতাম। তবুও, আমি সাহসের সাথে প্রার্থনা করেছিলাম: "প্রভু, আমি আমার প্রথম NEET প্রচেষ্টাতেই একটি সরকারি মেডিকেল আসন পেতে চাই। আমার দ্বাদশ শ্রেণির নম্বর কম হলেও চলবে।"

এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, আপনি কি আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছেন?

২০২৫ সালে, জেব -আমালাই অ্যাচিভার্স সমাবেশে একটি প্রার্থনা অধিবেশন চলাকালে একটি বাণী উচ্চারিত হয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন: "ঈশ্বর তোমাকে লজ্জিত হতে দেবেন না।" আমার মা সেই প্রতিজ্ঞাটি আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং তা নিয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন।

ঠিক যেমন ঈশ্বর শলোমনকে শুধু প্রজ্ঞাই নয়, বরং বিনা প্রার্থনায় প্রাপ্ত ধনসম্পদও দিয়েছিলেন, তেমনি তিনি আমাকেও আমার প্রার্থিত দুটি জিনিসই দিয়েছেন-এবং তার চেয়েও বেশি। তাঁর কৃপায়, আমি দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় ৬০০-এর মধ্যে ৫৯৩ পেয়ে স্কুলে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। আমি পদার্থবিজ্ঞান এবং কম্পিউটার সায়েন্সে শতভাগ পেয়েছি।

NEET-এ আমি ৭২০-এর মধ্যে ৫২২ পেয়েছিলাম, এবং ঈশ্বরের কৃপায় আমি একটি সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছি। আমি বর্তমানে থু-থুকুডির সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছি। অনেকে বলত, "রাজ্য বোর্ডের ছাত্রছাত্রীরা NEET পাশ করতে পারে না।" "পারলেও প্রথম চেষ্টায় পারে না।"

সেই নেতিবাচক কণ্ঠগুলো ভয় সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি প্রার্থনা করেছিলাম: "প্রভু, আমি আরও এক বছর পড়াশোনা করতে চাইনা। প্রথম চেষ্টাতেই আমাকে একটি আসন দিন।" আর ঈশ্বর ঠিক তাই করলেন যা আমি চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে আনন্দিত করলেন!

এটা আশ্চর্যজনক! আজকের পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের আপনি কী বলতে চান?

প্রথমত, ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য সময় ও সম্মান দিন।'বিশেষ ক্লাসের' অজুহাতে প্রার্থনা বা গির্জায় যাওয়া বাদ দেবেন না। দ্বিতীয়ত, টিভি বা সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার পড়াশোনার সময় নষ্ট করবেন না।

আপনার জীবনে ও পড়াশোনায় যীশুকে প্রথম স্থান দিন। তিনি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন-এবং আপনার কল্পনারও বাইরে নিয়ে যাবেন! যখন আপনি আন্তরিক প্রার্থনার সাথে কঠোর পরিশ্রমকে একত্রিত করবেন, তখন ঈশ্বর অবশ্যই আপনাকে আপনার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সাফল্য দেবেন।

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, হয়তো তোমরা এখন তোমাদের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছো। হয়তো তোমরা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখছো।

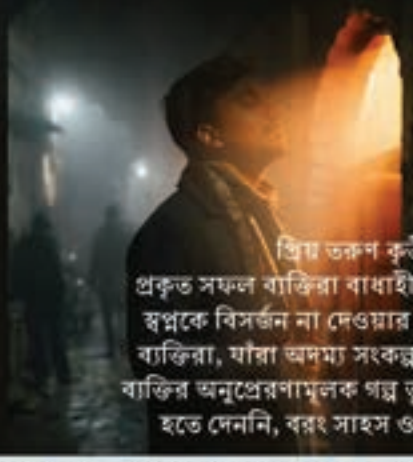

অন্তর্দৃষ্টির শক্তি!

প্রিয় তরুণ কৃতীগণ, তোমাদের জানাই উষ্ণ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা!
প্রকৃত সফল ব্যক্তিরা বাধাহীন জীবন দিয়ে সংজ্ঞায়িত হন না, বরং প্রতিকূলতার মুখে নিজেদের স্বপ্নকে বিসর্জন না দেওয়ার দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমেই তাঁদের পরিচয় মেলে। তাঁরাই হলেন সেই ব্যক্তিরা, যাঁরা অদম্য সংকল্প নিয়ে নিজেদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেন। এখানে এমনই এক ব্যক্তির অনুপ্রেরণামূলক গল্প তুলে ধরা হলো, যিনি তাঁর পারিপার্শ্বিকতার কাছে নিজেকে সীমাবদ্ধ হতে দেননি, বরং সাহস ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অসাধারণ উচ্চতায় আরোহণ করেছেন।

সতেন্দ্র সিং ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের আমরোহা জেলার এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দেড় বছর বয়সে তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। দুর্ভাগ্যবশত, চিকিৎসায় একটি ডাক্তারি ত্রুটির কারণে তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারান। যা তাঁর জন্য আশার শেষ হতে পারত, তাই অসাধারণ দৃঢ়তার সূচনা হয়ে দাঁড়ায়।

শারীরিক দৃষ্টি ছাড়াই বেড়ে উঠলেও তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে কখনো ম্লান হতে দেননি। অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি হতাশার পরিবর্তে সাহস এবং আত্মকরুণার পরিবর্তে সংকল্পকে বেছে নিয়েছিলেন।

তিনি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের একটি সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন, ব্রেইল পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জন করেন এবং পড়াশোনায় অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। তাঁর প্রতিবন্ধকতা তাঁর পরিচয় ছিল না, তাঁর শৃঙ্খলাই ছিল তাঁর পরিচয়।

তাঁর পরবর্তী বড় চ্যালেঞ্জটি আসে যখন তিনি দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস কলেজে যোগদান করেন, যেখানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। শুরুতে, এটি একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভয় না পেয়ে, তিনি এটিকে জয় করার একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। তীব্র নিষ্ঠা এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, তিনি মাত্র এক বছরের মধ্যেই ভাষাটির উপর শক্তিশালী দখল অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ভারতের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থাতেও তিনি আরও বড় স্বপ্ন দেখার সাহস করেছিলেন। তিনি দেশের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক ও কঠিন পরীক্ষা ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করেন। সম্পূর্ণ শারীরিক সক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যও এই ধরনের পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া বেশ কঠিন। তবুও সতেন্দর একজন দৃষ্টিহীন প্রার্থী হিসেবে স্ক্রিন-রিডার প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, যা প্রমাণ করে যে দৃঢ় সংকল্প থাকলে সীমাবদ্ধতাকেও হাতিয়ারে পরিণত করা যায়।

যদিও তিনি ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তিনি হতাশাকে নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করতে দেননি। হাল ছেড়ে না দিয়ে, তিনি তাঁর প্রস্তুতিকে আরও উন্নত করেন, মানসিকতাকে দৃঢ় করেন এবং ২০১৮ সালে আবার চেষ্টা করেন। এবার তাঁর অধ্যবসায় ফলপ্রসূ হয়; তিনি সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৭১৪ অর্জন করে দৃঢ়সংকল্প ও সাফল্যের এক প্রকৃত উদাহরণ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, সতেন্দ্র সিং কখনো "আমি পারি না"—এই কথাটি মেনে নেননি। পরিবর্তে, তিনি আরও জোরালো একটি প্রশ্ন বেছে নিয়েছিলেন: 'আমি কীভাবে পারব?'

অন্ধত্ব সত্ত্বেও তিনি হতাশার পরিবর্তে একাগ্রতা, সীমাবদ্ধতার পরিবর্তে জ্ঞানার্জন এবং চাপের পরিবর্তে অধ্যবসায়কে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন, ভাষার প্রতিবন্ধকতা জয় করেন এবং ভারতের অন্যতম কঠিন একটি পরীক্ষায় বিজয়ী হন।

আজ তার গল্পটি আপনাকে অনুপ্রাণিত করুক:

আপনার বাধাগুলোকে অজুহাতে পরিণত করবেন না। সেগুলোকে সাফল্যের সোপানে পরিণত করুন। অগ্রগতি ধীর মনে হলেও এগিয়ে যেতে থাকুন। সাফল্য কখনও কখনও অপ্রত্যাশিত হতে পারে, কিন্তু আন্তরিক প্রচেষ্টা কখনও বৃথা যায় না এবং অধ্যবসায় কখনও খালি হাতে ফেরে না। চেষ্টা করার সাহস রাখুন। লেগে থাকার সাহস রাখুন। আপনি কী করতে সক্ষম, তা প্রমাণ করার সাহস রাখুন। সংগ্রাম করুন এবং একটি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ জীবনের মাধ্যমে বিশ্বকে দেখান ঈশ্বর কী করতে পারেন।

কাউন্সেল: আভি

Heart Beat

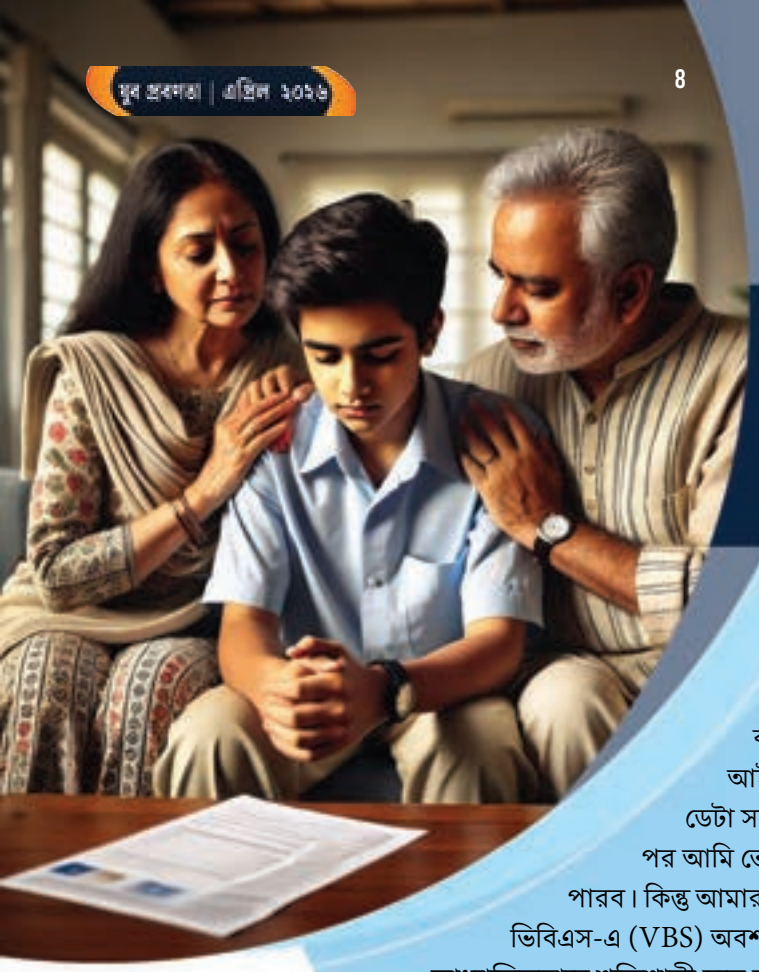

যখন বাবা-মা পরিকল্পনা করেন!!

আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি। আমার অনেক স্বপ্ন ও লক্ষ্য আছে। আমি ভালো নম্বর পেতে চাই, একাদশ শ্রেণীতে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ বেছে নিতে চাই, কলেজে বি.এসসি. কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রামে ভর্তি হতে চাই, কোনো আইটি কোম্পানিতে চাকরি পেতে চাই এবং পরবর্তীতে ডেটা সায়েন্সে বিশেষায়িত হতে চাই। দশম শ্রেণীর পরীক্ষার পর আমি ভেবেছিলাম কয়েকদিন আরাম করে উপভোগ করতে পারব। কিন্তু আমার বাবা-মা বলছেন যে আমাকে পুরো মে মাস জুড়েই ভিবিএস-এ (VBS) অবশ্যই যোগ দিতে হবে। তারা বলেন, আমাকে প্রথমে আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে, ঈশ্বরের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং যীশুর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতে হবে। এটা শুনলে আমার বিরক্তি আর রাগ হয়। এই কারণে আমাদের মধ্যে সারাক্ষণ ঝগড়া লেগেই থাকে। আমি বাবার সাথে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছি। বেশিরভাগ সময় আমি আমার ঘরে একা বসে থাকি। আমার বাবা-মা আমাকে কেন বোঝে না? আমাকে কি সবসময় শুধু তাদের কথাই শুনতে হবে? তারা আমার কথাও কেন শোনে না? - **আকাশ, ত্রিচি**

প্রিয় ভাই আকাশ,
তোমার স্বপ্ন ও লক্ষ্যগুলো দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত। বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন অনেক শিক্ষার্থী এরপর কী করবে তা না জেনেই, কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশনা ছাড়াই উচ্চশিক্ষা শেষ করে, তখন তুমি ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা করে ফেলেছ যে প্লাস-ওয়ানে কোন গ্রুপে ভর্তি হবে, কোন ডিগ্রি অর্জন করবে এবং এখন কোন কোর্সগুলোর চাহিদা বেশি। এটি তোমার স্বচ্ছতা ও একাগ্রতা প্রকাশ করে। এর জন্য আমি তোমার প্রশংসা করি।

একই সাথে, আমি তোমার হতাশাটাও বুঝতে পারছি যে, তোমার বাবা-মায়ের ভিবিএস-এ যোগ দেওয়ার জেদের কারণে তোমার মে মাসের ছুটির পরিকল্পনাগুলো বাদ পড়ে যাচ্ছে। আজও বাবা-মা ও সন্তানদের মধ্যে বহু দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি এবং মানসিক দূরত্বের কারণটি খুবই সহজ: মুদ্রার কেবল এক পিঠ দেখা। আমরা প্রায়শই এর অপর পিঠটি দেখতে ব্যর্থ হই।

প্রথমে, তাদের প্রত্যাশাগুলো কী, তা বোঝার চেষ্টা করা যাক। তারপর আমরা কী প্রতিক্রিয়া জানাবো, তা স্থির করতে পারবো।

একজন খ্রিস্টান পিতামাতার প্রত্যাশা!

একজন খ্রিস্টান অভিভাবক সাধারণত চান:

- তাদের ছেলে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রবেশের আগেই যেন ঈশ্বরের সঙ্গে তার একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
- যেন সে তার জীবনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।
- পড়াশোনায় সফল হতে এবং এই জগতে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করতে তার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন (এবং এই শক্তি কেবল ঈশ্বরের সাথে প্রতিদিনের সম্পর্কের মাধ্যমেই আসে)।
- যেন সে তার হৃদয়কে রক্ষা করতে শেখে এবং পাপ থেকে দূরে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলে।
- যেন সে ঈশ্বরের পরিকল্পিত সুন্দর ভবিষ্যতে পৌঁছাতে পারে এবং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশকারী এক সাক্ষ্য হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে।

আপনি কি ভাবছেন:

- আমি কি নিজের জীবন যাপন করতে জানি না? ঈশ্বর আমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন। আমি জানি কী করতে হবে আর কী করতে হবে না।
- আমার ইচ্ছাশক্তি আছে। আমি আমার একাদশ,দ্বাদশ ও কলেজ জীবনে যেকোনো প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারি। আমি সহজেই আমার লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারি।
- সে তার আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে পাপে লিপ্ত হলো এবং তাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করলো।

এই উদাহরণগুলি বিবেচনা করুন:

শিমশোন: সে বিশ্বাস করত যে তার শারীরিক শক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু সে দৈহিক কামনা-বাসনা জয় করতে পারেনি এবং অবশেষে তার পতন ঘটে।

কেইন: সে তার ভুল চিন্তাগুলোকে রাগে পরিণত হতে দিয়েছিল। সেই রাগ তাকে পরিচালিত করেছিল

গেহাজি: পার্থিব লাভের আকাঙ্ক্ষা তার শক্তিশালী ভাববাদী পরিচর্যা কেড়ে নিয়েছিল এবং তাকে ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

একটি সহজ পরামর্শ

শুধু এই একবারের জন্য ভিবিএস-এ যোগ দিচ্ছ না কেন? এই এক মাস নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করতে ব্যবহার করো এবং তারপর আত্মবিশ্বাসের সাথে তোমার শিক্ষাজীবনে পা রাখো। ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকবেন এবং তোমাকে শক্তি জোগাবেন।

প্রভু স্বর্গ থেকে সমগ্র মানবজাতির দিকে তাকিয়ে দেখেন, এমন কেউ আছে কি না যে বোঝে, এমন কেউ যে ঈশ্বরের সন্ধান করে। সকলেই বিমুখ হয়েছে... এমন কেউ নেই যে ভালো কাজ করে, একজনও না।

(গীতসংহিতা ১৪:২-৩)

আমি যা কিছু পেয়েছি, তা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তোমার কাছে হস্তান্তর করেছি।

শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল, শাস্ত্রানুসারে তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

"প্রথমে কেফার কাছে" এবং তারপর বারোজন শিষ্যের কাছে।" (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৫)

ইহুদি প্রথা অনুসারে, যিশুর দেহ লিনেন কাপড়ে মুড়ে পাথরে খোদাই করা একটি সমাধিতে রাখা হয়েছিল। সমাধির প্রবেশপথে একটি বিশাল পাথর গড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবীতে থাকাকালীন যীশু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন, "আমি মরব, আমাকে কবর দেওয়া হবে, এবং তৃতীয় দিনে আমি আবার পুনরুত্থিত হব। ঠিক যেমন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছি-লেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেছিলেন এবং পুনরুত্থিত যীশু যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন! জীবনে উঠল।

আজও, জেরুজালেমের সেই সমাধি যেখানে যিশুকে সমাহিত করা হয়েছিল, তা খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, নীরবে এই শক্তিশালী সত্যটি প্রতিধ্বনিত করে: তিনি এখানে নেই; তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন!

বিশ্বের সমগ্র ইতিহাসে কেবল একজনই মৃত্যুবরণ করেছেন, সমাহিত হয়েছেন, মৃত্যুকে জয় করেছেন এবং চিরকাল জীবিত আছেন- তিনি হলেন যিশু খ্রিষ্ট। যে প্রেরিতেরা তাঁর সঙ্গে চলতেন, তাঁরা পুনরুত্থিত খ্রিষ্টের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন। সেই কারণেই তাঁরা সাহসের সঙ্গে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন: তোমরা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিলে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এবং আমরা এই সত্যের সাক্ষী।" (প্রেরিত ২:৩২)

কোনো মৃত ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করার কোনো প্রয়োজন নেই। যিনি ঈশ্বর বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, তিনি হলেন সেই জন যিনি মৃত্যুবরণ করেও চিরকাল জীবিত আছেন- স্বর্গ ও পৃথিবীর সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা। এই জগতে, সেই একমাত্র সত্য ঈশ্বর হলেন একমাত্র যিশু খ্রিষ্ট। এই কারণেই যিশু ঘোষণা করেছিলেন: "আমি মৃত ছিলাম, আর দেখ, আমি চিরকালের জন্য জীবিত হয়েছি" (প্রকাশিত বাক্য ১:১৮)।

একমাত্র যীশু খ্রীষ্টই সেই ঈশ্বর যিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন (১ করিন্থীয় ১৫:১৪) তাঁর পুনরুত্থানের পর, তিনি তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে গেছেন। যেখানেই যীশুর বার্তা পৌঁছেছে, সেখানেই তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে পৌঁছেছেন।

প্রচারের পর অলৌকিক ঘটনা ঘটতে লাগল, যা প্রমাণ করে যে তিনি জীবিত (মার্ক ১৬:২০)

যীশু যখন সশরীরে পৃথিবীতে বিচরণ করতেন, তখন যেমন অলৌকিক ঘটনা ঘটত, ঠিক তেমনই তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমেও সেই একই অলৌকিক ঘটনা অব্যাহত ছিল। কেন? শিষ্যদের মহিমান্বিত করার জন্য নয়, বরং এটা প্রকাশ করার জন্য যে, তাঁরা যে যীশুর প্রচার করতেন, তিনি জীবিত। এই অলৌকিক ঘটনাগুলোর মাধ্যমে যীশু নিজেকে জগতের কাছে পরিচিত করেছিলেন।

এক যুবকের সত্য ঈশ্বরের সন্ধান!

পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় এক ধর্মপ্রাণ শিখ পরিবারে সুন্দর নামে এক ছেলের জন্ম হয়েছিল। তার মা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং তাকে কঠোর আধ্যাত্মিক অনুশাসনের মধ্যে বড় করে তুলেছিলেন। খুব অল্প বয়স থেকেই সুন্দর ধর্মগ্রন্থ, বিশেষ করে ভগবদ্গীতার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিল। সাত বছর বয়সের মধ্যেই সে এটি মুখস্থ করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু খুব অল্প বয়সেই বিপর্যয় নেমে আসে। সুন্দর তার মাকে হারায়। মায়ের মৃত্যু তার হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। শোকে মুহ্যমান হয়ে তার আত্মা সেই ঈশ্বরের সন্ধান করতে শুরু করে, যার কথা তার মা বলেছিলেন—যিনি তাকে প্রকৃত সান্ত্বনা দিতে পারেন।

তিনি আন্তরিকভাবে সত্যের সন্ধানে বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থ পাঠ করতে শুরু করলেন। গভীর আকুতি নিয়ে তিনি বললেন:

নিশ্চয়ই একজন ঈশ্বর আছেন যিনি এই সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁকে দেখতে চাই তিনি যেই হোন না কেন, আমাকে তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। একমাত্র তিনিই আমাকে প্রকৃত সান্ত্বনা ও শান্তি দিতে পারেন।

কয়েকমাস ধরে সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে খুঁজেছিল। কিন্তু কিছুতেই তার শান্তি মেলেনি। অবশেষে, হতাশ হয়ে সে একটি জীবন পরিবর্তনকারী সিদ্ধান্ত নিল:

যদি সত্যিই কোনো ঈশ্বর থেকে থাকেন, তবে তিনি আজ রাতেই আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করুন। নইলে আমি আমার জীবন শেষ করে দেব।

সে সারারাত অপেক্ষা করল। তারপর, ভোরের দিকে ভোরের সেই শেষ মুহূর্তে, হঠাৎ এক উজ্জ্বল আলোয় তার ঘর ভরে গেল।

সেই আলোতে তার কাছে যীশু আবির্ভূত হলেন—যিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন।

যীশু নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং বললেন:

সুন্দর, আমিই সেই ঈশ্বর যাঁকে তুমি খুঁজছো—স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। আমিই তিন, যিনি তোমার জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন এবং তোমার পাপভার বহন করেছেন।

সুন্দর যীশুর আগমনের প্রত্যাশা করেননি। তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি তাঁর কাছে নিজের জীবন সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করলেন।

সেই দিন থেকে তিনি আর বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সাধু সুন্দর সিং নামে পরিচিত হন। ঈশ্বরের সেবক হিসেবে যীশুর বাণী প্রচারে নিজের জীবন উৎসর্গ করে তিনি ভারত ও বহু দেশ ভ্রমণ করেন।

আপনার জন্য একটি প্রশ্ন!

প্রিয় তরুণ বন্ধু, সুন্দরের হৃদয় গভীর তৃষ্ণায় জ্বলে উঠল।

ঈশ্বরের জন্য। যেহেতু সে তার সৃষ্টিকর্তাকে দেখার জন্য সত্যিই আকুল ছিল, তাই যীশু তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন।

আজও, যারা আন্তরিকভাবে তাঁর সন্ধান করে এবং তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, যীশু তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে প্রস্তুত।

যীশুকে গ্রহণ করার জন্য আপনারও কি সেই একই তৃষ্ণা আছে?

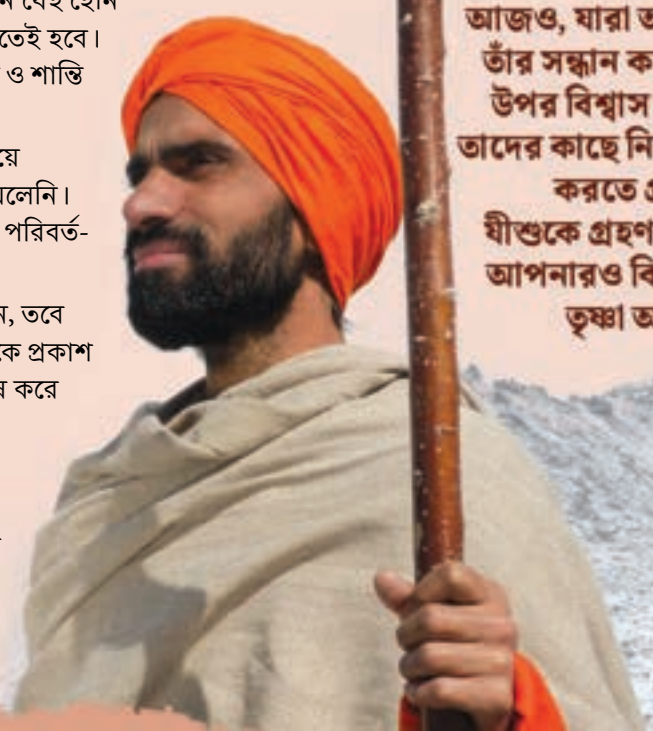

তৃষ্ণা!

যেমন আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য ও জল অপরিহার্য, তেমনই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হলো এর চাহিদার স্বাভাবিক সংকেত। যখন আমাদের তৃষ্ণা পায়, আমরা সঙ্গে সঙ্গে জল খুঁজি এবং তৃষ্ণা মেটা পর্যন্ত পান করি। ঠিক তেমনিভাবে, আমাদের আত্মার তৃষ্ণা মেটাতে হলে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে।

দায়ূদ যৌবনকাল থেকেই ঈশ্বরের অন্বেষণ করতেন। তিনি তাঁর সাথে এক ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্য আকুল ছিলেন। শুধু তাঁর আত্মাই নয়, এমনকি তাঁর দেহও ঈশ্বরকে জানতে চাইত।

হে ঈশ্বর, তুমিই আমার ঈশ্বর আমি ভোরবেলাতেই তোমার অন্বেষণ করি; এক শুষ্ক ও ক্লান্তিকর দেশে, যেখানে জল নেই, সেখানে আমার প্রাণ তোমার জন্য তৃষ্ণার্ত; আমার দেহ তোমার জন্য আকুল (গীতসংহিতা ৬৩:১)।

যখন আমরা কর্তব্য হিসেবে নয়, বরং প্রকৃত তৃষ্ণা নিয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করি, তখন আমাদের আত্মার গভীর তৃষ্ণা নিবারণ হবে।

দায়ূদ স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, শরীরের জন্য জলের চেয়েও ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা আরও বেশি প্রয়োজনীয়। এই কারণেই তিনি খুব ভোরে ঈশ্বরের সন্ধান করতেন। যতই পরীক্ষা, সংগ্রাম, চাপ বা ক্ষতির সম্মুখীন হোন না কেন, দায়ূদ কখনও প্রভুর সন্ধান করা বন্ধ করেননি। প্রতিটি পরিস্থিতিতে, তিনি ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে এবং তাঁর অনুসরণ করতে বেছে নিয়েছিলেন।

একইভাবে, জীবনে আপনি যে পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হন না কেন, প্রভুকে খোঁজা কখনও বন্ধ করবেন না। আপনার আত্মা ও শরীর যত বেশি তাঁর জন্য আকুল হবে, আপনি তত বেশি শক্তি লাভ করবেন।

আমার প্রাণ ঈশ্বরের জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণার্ত। আমি কখন ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে আসব? (গীতসংহিতা ৪২:২)।

দায়ূদ যেমন প্রতিদিন ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণার্ত ছিলেন, তেমনি যখন আপনার আত্মাও ঈশ্বরের জন্য সেভাবে তৃষ্ণার্ত হতে শুরু করবে, তখন আপনি এই জগতেই এক বিজয়ী জীবন যাপন করবেন।

এই পৃথিবীতে যীশু যে বিজয়ী জীবন যাপন করেছিলেন, তার কারণ হলো তিনি নিরন্তর তাঁর পিতার সন্ধান করতেন। যখন আপনি যীশুর সন্ধান করবেন, তখন তাঁর স্বভাব আপনার মধ্যে প্রতিফলিত হতে শুরু করবে। ঠিক যেমন বিনষ্টপ্রায় আত্মা-দের জন্য তাঁর গভীর তৃষ্ণা ছিল, তেমনি আপনার মধ্যেও আত্মাদের জন্য এক ভার ও তৃষ্ণা জন্মাতে শুরু করবে।

যীশু বললেন, "আমি যে জল দেব, যে তা পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। আমি যে জল দেব, তা তার অন্তরে অনন্ত জীবনের জন্য উৎসারিত এক ঝর্ণা হয়ে উঠবে" (যোহন ৪:১৪)।

যীশু খ্রিষ্টের দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ হওয়ায়, শমরীয় নারীটি তাঁর প্রতি ভালোবাসার কারণে দৌড়ে নিজের গ্রামে ফিরে গেলেন। যে লোকেরা একসময় তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত, তিনি তাদেরকেই যীশুর কাছে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। যীশু তাঁর জীবনে যা করেছিলেন, সে বিষয়ে তিনি সাহসের সাথে সাক্ষ্য দিলেন এবং অনেককে পরিত্রাণের পথে পরিচালিত করলেন।

প্রথমে তিনি যীশুকে একজন ইহুদি হিসেবে দেখেছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে একজন নবী হিসেবে চিনতে পারলেন। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তিনিই সেই মসিহ যিনি তাঁকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দিতে এসেছেন।

সেই নগরের শমরীয়দের মধ্যে অনেকেই সেই মহিলার সাক্ষ্যের কারণে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করল। (যোহন ৪:৩৯)

সামারিয়া ইহুদিদের কাছে ঘৃণিত ছিল। তবুও যীশু এক ঘৃণিত সম্প্রদায়ের এক শমরীয় নারীর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটি কূপের কাছে অপেক্ষা করছিলেন। যীশুর কাছে শারীরিক তৃষ্ণার চেয়ে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সে তার শারীরিক তৃষ্ণা মেটাতে জল তুলতে এসেছিল। কিন্তু যীশু তার আত্মার শুষ্কতা এবং হৃদয়ের গভীর আকুতি দেখতে পেলেন। তিনি নিজেকে জীবন্ত জলরূপে পরিচয় দিলেন, যিনি একাই তার তৃষ্ণা মেটাতে পারেন। সে যখন তার শারীরিক তৃষ্ণা মেটাতে এসেছিল, প্রভু তাকে তার আত্মার তৃষ্ণা মেটানোর পথ দেখালেন। 'একটি (যোহন ৪:৩৯)।

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা! এই পৃথিবী এক গভীর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণায় ভুগছে। ঈশ্বর আমাদের যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়েছেন, তিনি হলেন তাঁর পুত্র যীশু। যদি তোমরা প্রতিদিন ঈশ্বরের সন্ধান করো, এমনকি প্রার্থনার জন্য এক ঘণ্টা সময়ও আলাদা করে রাখো, তবে তিনি তোমাদের সঙ্গে চলবেন।

শমরীয় নারীর মতো, আত্মার তৃষ্ণা নিয়ে জেগে উঠুন এবং অন্যদের তৃষ্ণা মেটাতে বেরিয়ে পড়ুন! যীশু আপনার জন্য যা করেছেন, তার সাক্ষ্য দিন! প্রভু আপনার সঙ্গে থাকবেন এবং অনেকের তৃষ্ণা মেটাতে আপনাকে ব্যবহার করবেন!!

Thirst

ঈশ্বরের প্রতি বাইবেলের এই বীরদের যে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা ছিল!

যিশাইয়

ভাববাদী যিশাইয়ের ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর ধার্মিকতার প্রতি গভীর তৃষ্ণা ছিল। ঈশ্বরকে বারবার 'ইস্রায়েলের পবিত্র সত্তা' বলে উল্লেখ করে তিনি তাঁর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রবল ভক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপন করতেন যে, ঈশ্বর তাঁকে যা বলতে আদেশ করেছেন, তাঁকে কেবল তাই বলতে হবে।

মানুষকে পাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে আনার এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যিশাইয়ের মনে কাজ করেছিল।

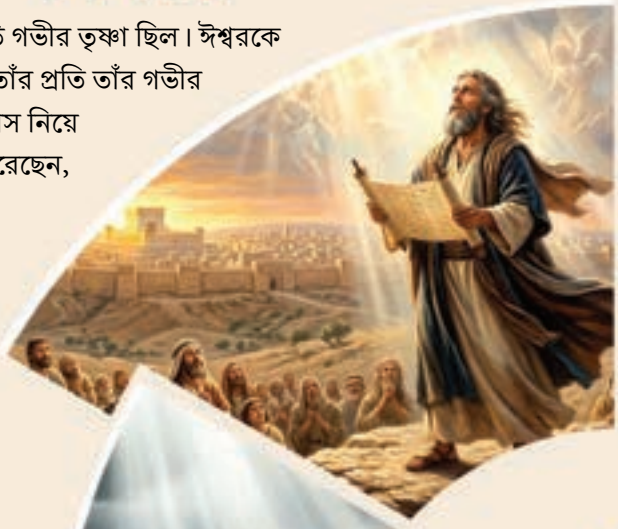

যিরমিয়

মানুষের অনুতাপ ও ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা দেখার জন্য যিরমিয়ের মনে এক গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। যৌবনকাল থেকেই ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত হয়ে, তাঁর তীব্র আধ্যাত্মিক আকাঙ্খার কারণে তিনি ভাববাণী প্রচারের কাজে আহূত হয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রভুই হলেন সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বর এবং চিরস্থায়ী রাজা। প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতার মুখেও যিরমিয় নির্ভয়ে সাহসের সাথে ঈশ্বরের বার্তা ঘোষণা করেছিলেন।

এলিয়

যখন ইস্রায়েলের লোকেরা সত্য ঈশ্বর থেকে বিমুখ হয়েছিল, তখন এলিয় আপোষ-হীন উৎসাহে প্রভুর শক্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন। অপরিচিত স্থানে যাওয়া হোক বা খাবারের জন্য কাকের উপর নির্ভর করা হোক, তিনি বিনা দ্বিধায় ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতেন। এমনকি যখন তাঁকে বৃষ্টির জন্য সাতবার প্রার্থনা করতে হয়েছিল, তখনও তিনি আশা হারাতে অস্বীকার করেছিলেন এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এই আধ্যাত্মিক আবেগ তাঁকে তাঁর শত্রুদের সামনেও ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করার সাহস জুগিয়েছিল।

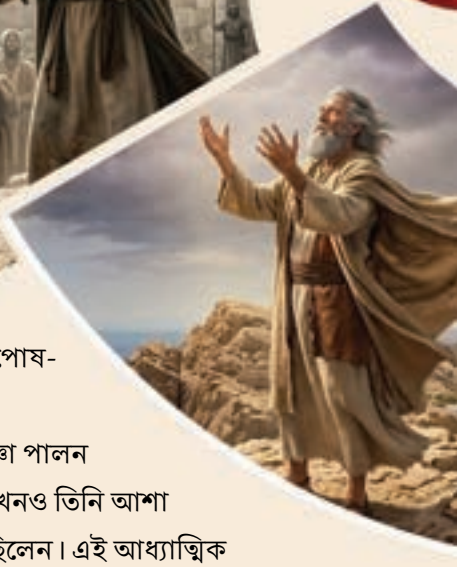

দায়ূদ

এমনকি শৌলের কাছ থেকে পালিয়ে প্রান্তরে বাস করার সময়েও, দায়ূদ তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিরন্তর বাস করা। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর গভীর আকুতি প্রকাশ করতে তিনি তাঁর আত্মাকে জলের জন্য তৃষ্ণার্ত একটি হরিণের সাথে তুলনা করেছিলেন (গীতসংহিতা ৬৩:১) ক্ষমতা, বিজয় বা আরামের চেয়েও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা।

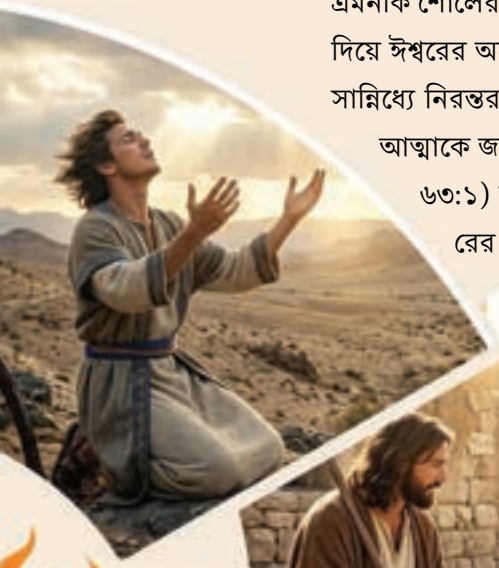

ঈশ্বরের মহিলা

সমাজ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে, মসিহের সাক্ষাৎ পাওয়ার মুহূর্তেই তার জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। নিজের জলের কলস ফেলে রেখে, তিনি যীশুর সুসমাচার প্রচার করার জন্য নিজের শহরে ছুটে গেলেন। পুরোনো জীবন ত্যাগ করে, তিনি প্রকৃত ঐশ্বরিক প্রেম ও অনন্ত জীবনের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলেন। সেই একই তৃষ্ণা তাকে একজন ধর্মপ্রচারকে রূপান্তরিত করল এবং বহু মানুষকে বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করল।

সখরীয়

খাটো গড়নের কারণে সখরিও ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যীশুকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু যীশুকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে একটি ডুমুর গাছে চড়তে বাধ্য করল। তার আকুলতা দেখে যীশু তাকে নিজে থেকে ডেকে বললেন, “নেমে এসো।” সখরীয় তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ে নেমে এলেন এবং অনুতপ্ত হলেন। তিনি এমনকি দরিদ্রদেরকে তার সম্পত্তির অর্ধেক দান করতেও ইচ্ছুক হলেন, যা তার রূপান্তরের আন্তরিকতা প্রমাণ করে। এই আধ্যাত্মিক ক্ষুধাই কেবল তার জন্য পরিত্রাণ বয়ে আনেনি, বরং যীশুকেও তার গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

এই সমস্ত জীবনকে একটি সত্য সংযুক্ত করে: যারা সত্যিই ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণার্ত, তারা সর্বদা তাঁর সাক্ষাৎ পাবে।

আজকের তরুণদের জন্য আসল প্রশ্নটি হলো: আমাদের কি সেই একই তৃষ্ণা আছে?

চাপ

হাই বন্ধুরা।

আপনারা সবাই কেমন আছেন? চাপের মধ্যে' সিরিজের মাধ্যমে আপনাদের সাথে আবার দেখা হয়ে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত! গত মাসে আমরা দেখেছি, জলপাইয়ের বীজকে চাপ দিলে তা থেকে কীভাবে অবিশ্বাস্যরকম মূল্যবান একটি জিনিস—জলপাই তেল—উৎপাদিত হয়।

তাহলে... এই মাসে আমরা কী নিয়ে আলোচনা করব? বন্ধুরা, কোনো ধারণা আছে?

আপনি কি কখনো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, যখন মনে হয়েছে আপনার চারপাশের সব দরজা বন্ধ? এমন সময়, যখন চাপ এতটাই তীব্র ছিল যে আপনি সামনে এগোনোর কোনো পথই দেখতে পাচ্ছিলেন না? যদি হ্যাঁ হয়, তবে এই সিরিজটি বিশেষভাবে আপনার জন্যই। ঠিক আছে, চলুন শুরু করা যাক।

এই মাসে আমরা গমের একটি দানা নিয়ে আলোচনা করব।

সাধারণত, একটি গমের দানা গাছের ডাঁটার সাথে লেগে থাকে। এটি সেখানে কোনো রকম সংগ্রাম ছাড়াই আরামে থাকে, পুষ্টি ও জলের সরবরাহের জন্য সম্পূর্ণ-রূপে ডাঁটার উপর নির্ভর করে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কি এভাবেই জীবনযাপন করি না? কিছু নির্দিষ্ট জিনিসের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করি, কারণ এতে নিরাপদ ও স্বস্তি বোধ হয়। কিন্তু আসল সত্যটা হলো...

যদি একটি গমের দানা ডাঁটার সাথে লেগে থাকে, তবে তা তার সারা জীবন কেবল বীজ হিসেবেই থাকতে পারে। অবশেষে, এটি হতে পারে পঁচে যেতে পারে, অথবা পাখি বা পশুরা তা খেয়ে ফেলতে পারে।

কিন্তু বাইবেল যোহন ১২:২৪ পদে বলে:

গমের একটি দানা মাটিতে পড়ে মরে না যাওয়া পর্যন্ত একা থাকে; কিন্তু মরে গেলে তা প্রচুর ফল উৎপন্ন করে।

হ্যাঁ, ফলপ্রসূ হতে হলে একে 'মরতে' হবে। এর মানে হলো, একে চাপপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। একে সেই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যা নিরাপদ, পরিচিত এবং আরামদায়ক বলে মনে হয়।

মরে যাওয়া মানে কি ধ্বংস হয়ে যাওয়া? না। এর মানে হলো সত্যিকারের বেঁচে থাকার জন্য মৃত্যুবরণ করা।

যদি একটি মাত্র শস্যদানা থেকে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করতে হয়, তবে তাকে প্রথমে মাটিতে পড়ে মরতে হবে। প্রথমে, গম তার ডাঁটার সাথে লেগে থাকে।

তারপর কৃষক ডাঁটা থেকে শস্যদানাটি আলাদা করে সংরক্ষণ করেন। একবার ভাবুন তো, যে শস্যদানাটি এতদিন ধরে যার উপর নির্ভরশীল ছিল, সেই উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তার কী অবস্থা হবে। বেশ কঠিন পরিস্থিতি, তাই না বন্ধুরা?

হয়তো আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ একই ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। হয়তো আপনি আপনার নির্ভরশীল মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। হয়তো আপনার মনে হচ্ছে, আপনি কোনো অবলম্বন ছাড়াই একা দাঁড়িয়ে আছেন।

হতাশ হবেন না! যদি আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, তবে এই বিষয়টি বুঝুন:

কখনো কখনো ঈশ্বর কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে দেন।

বিচ্ছিন্ন গমের দানার এরপর কী হয় তা দেখার আগে, আমরা কি প্রথমে একটি বীজের গঠন সম্পর্কে জানব?

বীজরে গঠন:

(বীজ আবরণ)

বীজকে রক্ষা করে এমন বাইরের প্রতিরক্ষামূলক আবরণ।

(ভ্রূণ)

সজীব অংশ, যা থেকে ভবিষ্যতে একটি নতুন চারাগাছ—মূল ও কাণ্ড—বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(কোটিলেডন)

যে অংশটি ভ্রূণের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সঞ্চয় করে।

(এন্ডোস্পার্ম)

কিছু বীজে অবস্থিত এক প্রকার কলা যা বিকাশমান ভ্রূণের জন্য সঞ্চিত খাদ্য সরবরাহ করে।

এটাই একটি বীজের গঠন। মজার ব্যাপার হলো, যতক্ষণ গমের দানা ডাঁটার সাথে লেগে থাকে, ততক্ষণ এই সমস্ত জীবনদায়ী কার্যকলাপ নিষ্ক্রিয় থাকে। অন্য কথায়, একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা ভেতরেই তালাবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

গম আলাদা করার পর তার কী হয়, তা আমরা আগামী মাসের সংখ্যায় দেখব।

(চলবে...)

প্রার্থনার বিষয়সমূহ - এপ্রিল ২০২৬

এসো, আমরা প্রার্থনা করি!

জেবিকালাম বঙ্গ

আফগানিস্তানে সংকট

তালিবানরা আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, দেশটির প্রায় ৯৭ শতাংশ মানুষ ক্ষুধা ও তীব্র খাদ্য সংকটে ভুগছে। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সারাদেশের মানুষ গভীর দুর্দশার মধ্যে থেকে দুবেলা খাবারের জন্যও সংগ্রাম করছে।
আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে, বর্তমানে চরমপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা আফগানিস্তান যেন শান্তি, স্থিতিশীলতা ও পুনর্গঠন লাভ করে এবং সেখানকার জনগণ যেন আশা ও মর্যাদাপূর্ণ এক ভবিষ্যৎ খুঁজে পায়।

ভারতে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা

ভারতে প্রতিদিন গড়ে ৮০টি হত্যাকাণ্ড ঘটে। এনসিআরবি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক বছরে ২৯,১৯৩ জন নিহত হয়েছেন যার মধ্যে উত্তর প্রদেশেই সর্বাধিক সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে। নিহতদের একটি বড় অংশই তরুণ এবং কর্মজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যা শুধু আত্মহত্যাই নয়, তরুণদের মধ্যে সহিংস অপরাধের ক্ষেত্রেও এক উদ্বেগজনক বৃদ্ধি নির্দেশ করে।
জাতির মানসিকতা। আসুন আমরা আমাদের জাতির আরোগ্য, সুরক্ষা এবং পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করি।

অনিরাপদ খাদ্য ও জনস্বাস্থ্য সংকট

অধিক মুনাফার প্রতিযোগিতায় ভেজাল ও অনিরাপদ খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে, যার পেছনে প্রায়শই প্রভাবশালী কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও দুর্বল শাসনব্যবস্থার ভূমিকা থাকে।

বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর দূষিত খাদ্যের কারণে ৫৫ কোটি মানুষ অসুস্থ হয় এবং ২ লাখ ৩০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। আরও ৩.৩ কোটি মানুষ সুস্থ জীবন থেকে বঞ্চিত হয়।

আসুন আমরা জবাবদিহিতা, সচেতনতা ও সংস্কারের জন্য প্রার্থনা করি, যাতে মানুষ একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে পারে।

অগ্নি দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষা

আসুন আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের দেশে যেন অগ্নিকাণ্ডে কোনো প্রাণহানি না ঘটে। মানুষের জীবিকা যেন রক্ষা পায় এবং আমরা যেন কলকারখানা, অ্যাপার্টমেন্ট, তেল সংরক্ষণাগার, স্কুল, কলেজ ও যানবাহনসমূহকে ঈশ্বরের সুরক্ষায় সঁপে দিই, যাতে তিনি সেগুলোকে সকল বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখেন।

আধ্যাত্মিক সুরক্ষা ও শান্তি

আসুন, আগুন ও সহিংসতার মাধ্যমে ধ্বংস, ভয় এবং অশান্তি আনতে চায় এমন প্রতিটি শক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রার্থনায় দাঁড়াই। এই ধরনের সমস্ত পরিকল্পনা যেন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ অন্ধকারের প্রতিটি কাজের অবসান ঘটে।

তামিলনাড়ুতে ক্রমবর্ধমান কিশোর অপরাধ

এটা উদ্বেগজনক যে বিগত পাঁচ বছরে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে কিশোর-কিশোরীদের সংযুক্ততা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২১ সালের ৩% থেকে তা বেড়ে ২০২৫ সালে ৬.৩%-এ দাঁড়িয়েছে, যা প্রায় দ্বিগুণ। শুধুমাত্র ২০২৫ সালেই ১,৬৬১টি হত্যা মামলার মধ্যে ১০৪টিতেই অপ্রাপ্তবয়স্করা জড়িত ছিল।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন এই উদ্বেগজনক প্রবণতার অবসান ঘটে এবং তরুণ-তরুণীরা জীবনের উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা ও এক উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত হয়।

ভারতে ক্ষুধা সংকট

উদ্বেগজনকভাবে, ইথিওপিয়া, কঙ্গো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর তুলনায় ভারতে ক্ষুধার্তের হার বেশি। প্রায় ১৯.৩ শতাংশ শিশু (প্রায় ৬৭ লক্ষ) ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে ভুগছে, যাদের অনেকেই দিনে একবেলা ঠিকমতো খাবারও পায় না।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি, এই শিশুরা যেন পুষ্টিকর খাবার, সুরক্ষা এবং শক্তি ও আশা নিয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

গ্রাহাম স্টেইনস

এই মাসে আমরা গ্রাহাম স্টেইনসের অসাধারণ ধর্মপ্রচারমূলক দূরদৃষ্টির কথা স্মরণ করছি, যিনি সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতের ওড়িশায় এসেছিলেন। তিনি কুষ্ঠরোগী এবং সমাজ-প্রত্যাখ্যাত মানুষদের মাঝে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শুধু কথার মাধ্যমে নয়, বরং কাজের মাধ্যমে খ্রীষ্টের ভালোবাসা প্রদর্শনে।

তাঁর ধর্মপ্রচার কেবল আরেকটি ধর্মপ্রচারমূলক দায়িত্ব ছিল না - এটি ছিল ভালোবাসার এক সাক্ষ্য, ত্যাগের প্রতীক এবং অটল বিশ্বাসের এক বলিষ্ঠ প্রকাশ।

গ্রাহাম স্টুয়ার্ট স্টেইনস ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার উইলিয়াম এবং এলিজাবেথ স্টেইনসের দ্বিতীয় পুত্র। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি একটি সভায় যোগ দেন, যেখানে একজন ধর্মপ্রচারক ছবির সাহায্যে ভারতের কুষ্ঠ রোগীদের হৃদয়বিদারক অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। সেই ছবিগুলো তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সেই মুহূর্ত থেকে তিনি ভারতের কুষ্ঠ রোগীদের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন।

পরবর্তীতে, আরেকটি মিশনারি সমাবেশে যোগদানের পর, তিনি মিশনারি সেবার জন্য তাঁর জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানের বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি লাভ করেন।

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে গ্রাহাম স্টেইনস ময়ূরভঞ্জের ইভানজেলিক্যাল মিশনারি সোসাইটিতে যোগদান করেন এবং ওড়িশার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা করার জন্য ১৯৬৫ সালে ভারতে আসেন। কুষ্ঠ রোগীদের যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট দেখে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরে ওঠে। প্রকৃত ভালোবাসা ও সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তিনি তাদের সেবা করতে শুরু করেন। তিনি ওড়িয়া ভাষার পাশাপাশি স্থানীয় সাঁওতালি উপভাষাও অনর্গলভাবে শেখার চেষ্টা করেন। এর মাধ্যমে তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যীশু খ্রিষ্টের সুসমাচার কার্যকরভাবে প্রচার করতে সক্ষম হন।

১৯৮৩ সালে তিনি বারিপাড়ার মিশনের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই বছরই তিনি গ্ল্যাডিস নামে একজন মিশনারি নার্সকে বিয়ে করেন। তিনি শুধু একজন স্নেহময়ী স্ত্রীই নন, বরং সেবাকার্যে একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবেও নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। তাঁরা একসাথে আদিবাসী মানুষদের শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা এবং সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ প্রদানের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছেন।

তাদের নিবেদিত সেবার ফলে হাজার হাজার মানুষ খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে শুরু করে। এই বৃদ্ধি ধর্মীয় চরমপন্থীদের কাছ থেকে বিরোধিতার জন্ম দেয়। ১৯৯৯ সালের ২২শে জানুয়ারী রাতে, স্টেইনস এবং তার দুই ছোট ছেলে মনোহরপুরের একটি খ্রীস্টান শিবির থেকে ফেরার পথে, একটি হিংস্র জনতা তাদের উপর হামলা করে। তাদেরকে তাদের গাড়ির ভেতরে আটকে রাখা হয় এবং তারপর গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তিনজনই জীবন্ত দগ্ধ হন।

তবুও এমন অসহনীয় দুঃখকষ্ট ও নিপীড়নের মধ্যেও এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল-- তাঁদের আত্মত্যাগ প্রত্যক্ষ করার পর, যারা বছরের পর বছর ধরে সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের অনেকেই যীশু খ্রিস্টের দিকে ফিরতে শুরু করল।

গ্রাহাম স্টেইনসের প্রধান মন্ত্রণালয়সমূহ

কুষ্ঠ পরিচর্যা মন্ত্রণালয় (১৯৮২)

তিনি ময়ূরভঞ্জ জেলায় কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা সেবা, পুনর্বাসন এবং মানসিক সহায়তা প্রদান করতেন।

উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা

ওড়িশায় বসবাসকারী আদিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা নিশ্চিত করতে তিনি কাজ করেছিলেন। তিনি প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে শিক্ষা ও মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করেন।

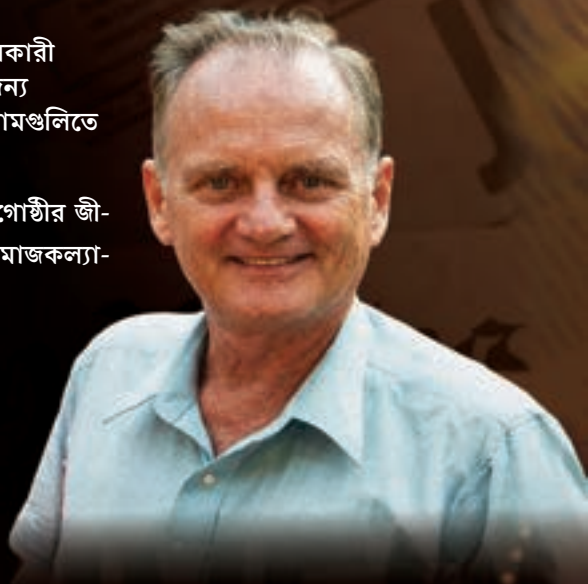

সামাজিক উন্নয়ন কর্ম জীবনযাত্রার মান

তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনজীবিকা ও সমাজকল্যাণে সহায়তা করে তাদের অবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করেছিলেন।

গ্রাহাম স্টেইনস মেমোরিয়াল হাসপাতাল

গ্রাহামের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী গ্ল্যাডিস এই মিশনটি চালিয়ে যান। ২০০৪ সালে তিনি দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখার জন্য রাজাবাসায় একটি ১৫ শয্যার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

তিমোথি ফিলিপ মেমোরিয়াল হোস্টেল (২০০৩)

তিনি সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে কুষ্ঠরোগ-আক্রান্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা ও বাসস্থানের জন্য একটি ছাত্রাবাসও প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাদের একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করেছিল। এক উত্তরাধিকার যা আজও কথা বলে: স্বামী ও দুই পুত্রকে হারানোর পরেও, ঈশ্বর তাদের পরিবারের উপর যে কাজ অর্পণ করেছিলেন তা সম্পন্ন করার জন্য গ্ল্যাডিস স্টেইনস ২০০৪ সাল পর্যন্ত তার মেয়ের সাথে ভারতেই থেকে যান। যদিও তিনি পরে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে আসেন, তাদের ত্যাগের মাধ্যমে শুরু হওয়া চিকিৎসা পরিষেবা এবং সমাজসেবামূলক কাজ আজও তাদের ভালোবাসা ও নিষ্ঠার এক জীবন্ত স্মারক হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। গ্রাহাম স্টেইনসের জীবন আমাদের একটি শক্তিশালী সত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়: প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম কেবল তাই নয় যা আমরা প্রচার করি, বরং তাই যা আমরা জীবনে ধারণ করি।
তাঁর জীবন আজকের প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর কাছে একটি প্রশ্ন রাখে: আমরা কি খ্রীষ্টের মতো ভালোবাসতে ইচ্ছুক, এমনকি যখন তার জন্য আমাদের কোনো মূল্য দিতে হয়?

সময়ের কণ্ঠস্বর:

ভবিষ্যদ্বাণী উন্মোচিত হচ্ছে

বাইবেল আমাদের স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প এবং ভণ্ড খ্রিষ্টদের উত্থান ঘটবে। পাপ বৃদ্ধি পাবে। ভালোবাসা শীতল হয়ে যাবে। মানুষের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়বে।

এটি আরও প্রকাশ করে যে, মানুষ আত্মপ্রেমী, উপহাসকারী ও অর্থলোভী হয়ে উঠবে এবং ঈশ্বরের পরিবর্তে নিজেদের ইচ্ছাকেই বেছে নেবে।

এই মুহূর্তে ঘটে যাওয়া লক্ষণ

- যুদ্ধ ও বিদ্রোহ: বিভিন্ন জাতি একে অপরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে এবং বিশ্বজুড়ে সংঘাত তীব্রতর হচ্ছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ: দুর্ভিক্ষ, প্রাণঘাতী রোগব্যাধি এবং শক্তিশালী ভূমিকম্প বিশ্বের বিভিন্ন অংশকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।
- ভালোবাসা শীতল হয়ে আসছে: দুষ্টতা বাড়ার সাথে সাথে পরিবারের মধ্যকার ভালোবাসাও ম্লান হয়ে যাচ্ছে।
- উপহাসকারীদের উত্থান: আরও বেশি মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং নিজেদের শর্তে জীবনযাপন করছে।
- ভণ্ড নবী: অনেকে নিজেদের খ্রিষ্ট বলে দাবি করছে এবং মানুষকে প্রতারণার পথে চালিত করছে।
- সুসমাচারের বিশ্বব্যাপী বিস্তার: যিশুর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে, সুসমাচার পৃথিবীর প্রতিটি জাতির কাছে পৌঁছাবে।

এই সমস্ত লক্ষণ এখন আর দূরবর্তী সতর্কবার্তা নয়—এগুলো আমাদের চোখের সামনেই উন্মোচিত হচ্ছে।

আমরা এমন এক প্রজন্মে বাস করছি যেখানে পবিত্র বাইবেলে বলা কথাগুলো বাস্তব সময়ে পূর্ণ হচ্ছে।

তাই সতর্ক থাকুন। জেগে থাকুন।

আপনার বিশ্বাসে অটল থাকুন—কারণ এটা শুধু ইতিহাস নয়... এটা জীবন্ত হয়ে ওঠা ভবিষ্যদ্বাণী।